পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ডালিয়া!

হিফজুর রহমান

[মালাকরহীন কাননে নীলঞ্জনা ডালিয়া - ১৩]

[আগের সংখ্যাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

ডালিয়ার ছুটি হতে হতে সন্ধ্যে ছ'টা সাড়ে ছ'টা হয়ে যায় প্রায়ই। তারপর রিক্সায় করে ফিরতে হলে বাসায় ফিরতে ফিরতে ওর সাতটা পেরিয়ে যায়। এই সুযোগটাই নিতে চায় দেবাশীষ। আজ ও ডালিয়ার বাবা-মা'র সাথে কথা বলবে। ওদের কাছ থেকে জানা দরকার, যতোটুকু সম্ভব জানা যায়। নইলে মোটেও স্বস্তি পাচ্ছেনা। ওর বাবা-মা'র কাছ থেকে সঠিক কথাটা জানতে পারবে বলেই ধারণা দেবাশীষের। কারণ, তাদেরকে একটু ভিন্ন রকম মানুষ মনে হয়েছে তার। বিশেষ করে ডালিয়ার মা যেন দেবাশীষকে একটা বিশেষ স্নেহের চোখেই দেখেন, যদিও ওদের সম্পর্কটা প্রচলিত অর্থে মোটেও স্বাভাবিক নয়। ডালিয়ার আচরণের দ্বিমুখীতা এবং ওর কাছে অনেক কিছুই গোপন করে যাবার বিষয়টা সত্যিকার অর্থেই দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে দেবাশীষকে। একদিকে ও গোপনের গোপনে হাফিজের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে, আরেকদিকে ওর সাথেও সম্পর্ক খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে বা দেখানোর চেষ্টা করছে। এখানেই প্রশ্ন দেবাশীষের, কোনটা সত্য? বা আসলেই সত্যটা কি? এটাই ওকে জানতে হবে।

অফিস ছুটি হতেই এক ছুটে চললো ও ডালিয়ার বাবা-মা'র খিলগাঁয়ের বাসার দিকে। তাড়াতাড়ি পৌঁছুনোর জন্যে আমেরিকান দূতাবাসের সামনে দিয়ে বাড্ডা হয়ে চললো ও। এখন চালক অপুকে খিলগাঁয়ে যাবার কথা বললেই ও বুঝতে পারে ডালিয়াদের বাসায়ই যেতে হবে। রাস্তার যা অবস্থা তাতে আধ ঘন্টার মধ্যেই অর্থ্যাৎ সাড়ে চারটার মধ্যেই পৌঁছে যাবে বলে মনে হয় সে ডালিয়াদের বাসায়। ডালিয়াদের বাসা না বলে বরং ওর বাবা-মা'র বাসার কথা বলাই ভালো বলে এখন মনে হচ্ছে দেবাশীষের। অ্যাতোদিন ও এই বাসায় আসতো একটা বিশেষ অধিকার নিয়ে। যেহেতু এটা ডালিয়ার বাবা-মা'র বাসা এবং যেহেতু এখানেই এখন সে থাকে সুতরাং এটাকে ডালিয়াদের বাসা বলতেও দ্বিধা ছিলনা। তাছাড়া এই বাসায় ডালিয়া বা তার সন্তানের যাতে কোনপ্রকার বাস্তব সমস্যা না থাকে বা তার কোন বোঝা গিয়ে তার বাবা-মা বা বোন মনির ওপর গিয়ে না পড়ে সেদিকেও দেবাশীষের ছিল বিশেষ নজর। বাজার করার ব্যাপারটা ছিল দেবাশীষের একটা বিশেষ শখ। আর নিজের বাসার বাজার করার সময় ডালিয়াদের বাসার জন্য যথাসম্ভব বাজারও করতো সে যাতে ডালিয়ার থাকার জন্যে বাড়তি কোন চাপ ওর পরিবারের ওপর না পড়ে। প্রথম প্রথম বোন মনি বা ওর বাবা-মা তাতে আপত্তি করলেও পরে মেনেই নিয়েছিলেন।

একটা কথা খুব ভালো করেই বোঝে দেবাশীষ যে ডালিয়ার বাবা-মা'ও ওদের এই সম্পর্কের বিষয়টা মিটিয়ে ফেলতে চান যতো দ্রুত সম্ভব। কারণ, ডালিয়ার স্বামীর সংসার ছেড়ে ওদের বাসায় থাকা এবং দেবাশীষের ওদের বাসায় নিয়মিত আসা-যাওয়া এই মধ্যবিত্ত পাড়ায় সবারই চোখে পড়ে। বিশেষ করে দেবাশীষের গাড়ি এবং ওর পোশাক-আশাক এই এলাকার সবার চোখে পড়বেই। আর এজন্যে ডালিয়ার বাবা-মা বা বোনকে যে মাঝে মধ্যেই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সেটাও সত্য। ডালিয়ার মা দেবাশীষকে বোনের ছেলে পরিচয় দিয়ে এখনো পর্যন্ত একটা ধোঁকার টাটি বজায় রেখেছেন। কিন্তু, সেও আর কতোদিন। কারণ, দেবাশীষের সাথে ডালিয়ার ঘনিষ্ঠতা, নিয়মিত বাইরে থেকে অনেক রাতে বা একটু দেরি করেই আসা বা আসা-যাওয়াতো মানুষের দৃষ্টি এড়াবার নয়। এসব নিয়ে দেবাশীষের মধ্যে অস্বস্তি থাকলেও ডালিয়াকে নির্বিকারই দেখায়। এপ্রসঙ্গে যে ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করেনি দেবাশীষ তা নয়, কিন্তু ওর কথা ডালিয়ার কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি বলেই মনে হয়।

আরেকটা সমস্যা দেবাশীষের, সেটা হলো ডালিয়ার সাথে ওর সম্পর্ক এখন অ্যাতোই ঘনিষ্ঠ যে সেটা প্রায় বিশেষ একটা কমিটমেন্টের পর্যায়েই চলে গেছে। অন্ততঃ ওর দিক থেকে এই কমিটমেন্টের বাইরে যাওয়াটা কঠিন। কারণ, সবরকম কমিটমেন্টের পরই দেবাশীষ সম্পর্কটাকে বেশি ঘনিষ্ঠ হতে দিয়েছে। তার ধারণা ডালিয়াও এই কমিটমেন্টের সাথে একমত। কারণ, আপাতঃদৃষ্টিতে ডালিয়া যথেষ্ঠ ধর্মপ্রাণ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ও। দেবাশীষের অবশ্য সে বালাই নেই। তারপরও ওর মনে হয় যে কোন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ওদের সম্পর্কটাকে কিছুতেই "প্রপার" বলা যাবেনা। সেটাও দেবাশীষের জন্যে তাগিদের একটা কারণ, ওদের সম্পর্কটাকে যতো দ্রুত সম্ভব একটা যৌক্তিক ও আইনি পরিণতি দেবার জন্যে। আর সেজন্যেও ডালিয়ার সাথে হাফিজের সম্পর্কটার একটা আইনগত ইতি টানা দরকার। কিন্তু, অ্যাতো ক'টা মাসেও এব্যাপারে ডালিয়াকে যে খুব একটা সিরিয়স মনে হয়েছে তা নয়। ওদের সম্পর্কটা যে "প্রপার" হচ্ছেনা বা নৈতিক হচ্ছেনা একথা মনে করিয়ে দিতে গেলে বরং ডালিয়া নির্দ্বিধায় বলে,'আমরা একে অপরকে ভালোবাসি সেটাই আমাদের সব সম্পর্কের ভিত্তি।' কিন্তু, ওর এই কথা দেবাশীষকে স্বস্তি দেয়না মোটেও। কারণ, অনৈতিকতাকে কোন মোড়কেই নৈতিক বানানো যায়না।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই খিলগাঁয়ে পৌঁছে গেল দেবাশীষ। ডোর বেল-এর ডিংডং শব্দ শেষ হতে না হতেই দরজা খুলে গেল। মনি দরজা খুলেছে, ডালিয়ার বোন। একটু অবাকই হলো দেবাশীষ, এই সময়ে ওরও তো বাসায় থাকার কথা নয়। মনিও একটা পাঁচ তারকা হোটেলেই কাজ করে রিজার্ভেশনে। সন্ধ্যের আগে ওর বাসায় ফেরা হয়না। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বিস্ময়বোধক প্রশ্ন করলো দেবাশীষ,'কি ব্যাপার, আজ অফিস যাননি?'

'গিয়েছিলাম ভাইয়া, শরীরটা ভালো লাগছিলনা তাই ছুটি নিয়ে চলে এসেছি,' জবাব দেয় মনি। ও দেবাশীষকে ভাইয়া বলেই ডাকে।

'কি হয়েছে?' একটু উৎকণ্ঠাই প্রকাশ পায় দেবাশীষের কথায়। এই মেয়েটিকে দেবাশীষ খুব পছন্দ করে। মনে হয় যেন আপন বোন। মনিও তার বোনের সাথে দেবাশীষের উল্টোপাল্টা সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কখনো তার আচরণে সেটার প্রকাশ পায়নি। বরং মনে হয়, ডালিয়ার চাইতেও দেবাশীষকে ওর বেশি পছন্দ। কোন কথাবার্তা বা আলোচনার সময় ও সবসময়ই দেবাশীষের পক্ষ নেয়।

সোফায় বসতে বসতে জ্যাকেটটা খুলে ফেলে টাইয়ের নটটাও একটু আলগা করে দেয় দেবাশীষ। তারপর প্রশ্ন করে,'বাবা-মা নেই?' পরিচয়ের প্রায় প্রথম থেকেই দেবাশীষ ডালিয়ার বাবা-মাকে বাবা-মা'ই ডেকে আসছে।

'আছে ভাইয়া, একটু বসেন পাঠিয়ে দিচ্ছি,' বলেই মনি চলে যায় ভেতরে। যাবার আগে জিজ্ঞেস করে,'কফি, ভাইয়া?'

'চলতে পারে,' সংক্ষেপে জবাব দেয় দেবাশীষ। কফিতে ওর মানা নেই কখনো। এই বাসায়ও সবাই জানে ওর কফি প্রীতির কথা।

একটু পরেই স্বভাবসুলভ হৈ হৈ রবে ড্রয়িংরুমে আসেন ডালিয়ার বাবা তাহের সাহেব। এসেই প্রথমে জড়িয়ে ধরেন দেবাশীষকে, তারপরই অনুযোগ,'কি বাবা কাল এসেই চলে গেলে যে? অ্যাতোদিন পরে এলে। ভাবলাম তোমার এবারকার সফরের গল্প শুনবো। বাসায় এসে শুনলাম, তুমি চলে গেছ।'

এরই মধ্যে ঘরে ঢুকেছেন ডালিয়ার মা। উনি বলে উঠলেন,'ছেলেটাকে একটু শান্তি মতো বসতে দাও। তারপর তোমার যতো ইচ্ছা প্রশ্ন করো। অফিস থেকে এসেছে মাত্র। ওকে দম নিতে দেবে তো!'

'না না ঠিক আছে,' তাকে বাধা দেয় দেবাশীষ,'আমার কোন অসুবিধে হচ্ছেনা।'

সবাই গুছিয়ে বসে। দেবাশীষ চুপচাপ, যা ওর স্বভাববিরুদ্ধ। সবাই লক্ষ করে সেটা। এরই মধ্যে মনি ঢুকলো ছোট্ট ট্রেতে করে কফি মগ নিয়ে।

ডালিয়ার মা প্রায় ধমকে ওঠেন,'কি রে শুধু কফি? নাশতা-টাশতা দিবিনা? ছেলেটা অফিস থেকে এসেছে মাত্র....'

'নাশতা হচ্ছে, মা,' জবাব দেয় মনি,'আগে একটু কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিক তো ভাইয়া। এমনিতেই বেশ ক্লন্ত মনে হচ্ছে ভাইয়াকে।' বলেই আবার ভেতরে চলে যায় ও। ডালিয়ার মেয়ে ইউনা এখনো আসেনি স্কুল থেকে। ঘরে থাকলে অ্যাতোক্ষনে সে এসে দেবাশীষের কাছ ঘেঁষে বসে পড়তো।

এবার ডালিয়ার মা'ই জিজ্ঞেস করেন,'কি ব্যাপার বাবা, তোমাকে একটু চুপচাপ মনে হচ্ছে? তাছাড়া তোমার হাসিটাও নেই। ওটা ছাড়া তোমাকে মানায়?'

'না, একটু ক্লান্ততো। অনেকদিন পর অফিসে গেলাম। অনেক কাজ জমে ছিল। দম নেবার অবসর পাইনি।' অজুহাত দেয় দেবাশীষ। কারণ, এই কাজের চাপে ও কখনো ন্যুব্জ হয়না। আসলে একেবারেই ব্যক্তিগত, বিশেষ করে ডালিয়ার কারণেই যে ও ন্যুব্জপ্রায় সেকথা বলতেও ওর সময় দরকার। তবে আজ চেষ্টা করবে সব কথা জানতে, এব্যাপারে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কিছুক্ষণ পরেই মনি আসে নাশতা নিয়ে। ঝাল পিঠা, নুডলস আর নিমকি নিয়ে। ও জানে এগুলো দেবাশীষের খুব প্রিয়। ডালিয়ার আবার রান্নাবান্নার প্রতি কোনপ্রকার ঝোঁক নেই। এদিক থেকে দুই বোনের মধ্যে অনেক ফারাক। ডালিয়ার শখ হলো ঘর সাজানো, কাপড়-চোপড় একটু সুন্দর করে পরা, সেটা কম দামি হোক বা বেশি দামি হোক না কেন। রান্নাঘরে ও পারতঃপক্ষে ঢুকতেই চায়না। এ নিয়ে ডালিয়ার মায়ের অভিযোগের অন্ত নেই। অবশ্য এটাকে দেবাশীষ খুব একটা বড় সমস্যা মনে করেনা। ও একেবারেই পেটুক নয়। অনেকে যেমন খাবার বিষয়টা নিয়ে একেবারে গবেষণায় বসে সে তেমনটা নয়। ওর মোটামুটি সাদাসিধে খাবার হলেই চলে যায়। রুই মাছটা বার্মিজ না বাংলাদেশি, গরুর মাংস ভারতীয় গরু না বাংলাদেশী গরুর এসব নিয়ে মোটেও মাথা ঘামায়না ও। বরং মাঝে মধ্যে ঠাট্টা করে দোকানদারদের জিজ্ঞেস করে, 'বার্মিজ মাছটা কি ভিসা নিয়া আসছে না বিনা ভিসায় আসছে?' ওর কেবল ঝাল আর লবন বেশি না হলেই হলো। তবে ভাজাভুজির প্রতি ওর আকর্ষন অনেক বেশি। সেটা ওর পরিচিত সবাই জানে।

সবার সামনে নাশতা দিয়ে মনিও একটা প্লেট নেয় এবং একটা সিঙ্গেল সোফায় পা তুলে গুটি শুটি হয়ে বসে। ও বাসায় খুবই ক্যাজুয়াল থাকে। দেবাশীষের সামনেও ক্যাজুয়াল না থাকার কোন কারণ খুঁজে পায়না ও।

ঝাল পিঠা খেতে খেতেই ডালিয়ার বাবার দিকে চেয়ে কথা তোলে দেবাশীষ, 'বাবা, ডালিয়ার ব্যাপারে একটু কথা বলতে চাই.....'

একটু থমকে যান যেন তাহের সাহেব। উনিও বেশ মনোযোগের সাথে নুডলস খাচ্ছিলেন। দেবাশীষের দিকে তাকালেন উনি, বললেন, 'বলো বাবা, কি বলতে চাও।'

'না বলছিলাম কি,' একটু আমতা আমতা করে দেবাশীষ। স্মুথ টকার দেবাশীষও যেন খেই হারিয়ে ফেলে খানিকটা। কারণ বিষয়টা একদিকে জটিল এবং আরেক দিকে শ্লীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার শংকাও থাকে। শেষ পর্যন্ত বেপরোয়া হয়েই যেন দেবাশীষ ওর নাশতার প্লেটের দিকে চেয়ে একটু ভারি কণ্ঠে বলতে থাকে, 'না, ডালিয়ার মতিগতি ঠিক বুঝতে পারছিনা। কোনপ্রকার সমাধানের দিকে যেন ওর কোন আগ্রহ নেই। আমার সাথে ওর সম্পর্কটা যে কোন দৃষ্টিকোন থেকেই হোকনা কেন, মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই। এদিকে ডালিয়া হাফিজের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছে, আমি যতোটুকু জানি। এবার আমার অবর্তমানে সে নাকি কয়েকদিন হাফিজের বাসায়ও থেকে এসেছে। ও হাফিজের বাসায় গিয়ে থাকবে, তাতে আমার কিছু বলবার নেই, কারণ ওরা এখনো স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু, বিষয়টা যখন আমার অজান্তে ঘটে, তখনই এসম্পর্কে একটু সন্দেহ দেখা দেয়। কারণ, সেতো হাফিজের সংসার করবেনা বলেই সেখান থেকে চলে এসেছে। আর সেজন্যেইতো আমার সাথে ওর সম্পর্ক।

এদিকে ইউনার দার্জিলিং যাবার বিষয়টা পাকাপাকি করে গেলাম বিদেশে। অথচ ইউনা গেলনা। কেন গেলনা সেটাও জানিনা। অথচ, আমাদের সম্পর্কটাও যে কোন দৃষ্টিকোন থেকেই হোকনা কেন এখন আর কেবল বন্ধুত্বের পর্যায়ে নেই, যা আমাদের সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকেও একটু অন্যরকম দেখায়। এইসব কিছু মিলিয়েই আমি খুব ডিস্টার্বড ফীল করছি। আমি মনে করি আমাদের সবারই সম্পর্কের ও সম্মানের স্বার্থে একটা কোন সমাধানে আসা দরকার। আর সেজন্যে আমি আপনাদের সবার সাহায্য চাইছি।'

ঘরে এক শীতল নিরবতা ভর করলো যেন দেবাশীষ থামার পর। অনেকক্ষন কারো মুখে কোন কথা নেই।

হঠাৎ ডালিয়ার মা-ই নিরবতা ভেঙে বলে উঠলেন, 'বাবা, আমাদেরও তোমাকে অনেক আগেই বলা উচিত ছিল কিছু কথা। ডালিয়া ওর স্বামীর ঘর ছেড়ে আসার পর তুমি যখন চট্টগ্রাম গেলে তখন সে মনির সাথে একটা ছোটখাটো ঝগড়া বাধিয়ে চলে গিয়েছিল হাফিজের ওখানে। আমরা হাতে-পায়ে ধরেও ওকে আটকে রাখতে পারিনি।' একটু থেমে আবার বলেন উনি, 'তবে দু'দিন পরেই আবার ফিরে আসে সে। আমাদের সবাইকে দিয়ে ও প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল, আমরা যাতে বিষয়টা সম্পর্কে তোমাকে কিছুই না বলি। তাই আমরা সেই কথা তোমাকে বলিনি। কিন্তু, এবারের ব্যাপারটা তুমি কি করে জানলে বুঝতে পারছিনা। তবে, আমরাও খুবই বিরক্ত ওর ব্যাপারে। কারণ, যতোই গরীব হইনা কেন, আমাদের একটা সামাজিক সম্মানতো আছে.....'

ট্রাফিকের মতো হাত তুলে স্ত্রীকে থামার ইঙ্গিত করলেন তাহের সাহেব, ডালিয়ার বাবা। মা থেমে গেলেন সিগন্যাল পেয়ে। অ্যাতোক্ষণ বিস্মিত হয়ে ডালিয়ার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে ওর কথা শুনছিল দেবাশীষ। একি শুনছে সে!

তাহের সাহেব ধীর স্বরে বলতে শুরু করেন, 'দ্যাখো বাবা, তোমরা দুজনেই কিন্তু আমাদের কাউকে জিজ্ঞেস করোনি তোমাদের সম্পর্ক গড়ার আগে। তবুও তোমাকে দেখার পর আমরা বাধাও দিইনি, কারণ তোমাকে আমাদের ম্যান অব কমিটমেন্ট বলেই মনে হয়েছে। তাছাড়া তোমার পারিবারিক অশান্তি এবং আমাদের মেয়ের পারিবারিক অশান্তি এই দুই মিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছিল, যদি তোমরা নতুন সম্পর্ক গড়ে শান্তিই পাও তবে আমরা বাধা দেবার কে? কিন্তু, আমাদের মেয়ে সম্পর্কেওতো আমরা জানি। সে মোটেও দায়িত্বশীল নয়। না নিজের সম্পর্কে, না নিজের কারো সম্পর্কে। এই নিজের মেয়েটাকে ছেড়ে সারাদিন অফিস করছে আবার তোমার সাথে ঘুরে ফিরে প্রায় দিনই অনেক রাতে ফিরেই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে। একবার মেয়েটার খোঁজও নেয় না সে খেল কি না, বা কি পড়াশোনা করলো, কিছুই না। তাই আমরাও চাই, যাই হোকনা কেন একটা সমাধান হোক। আমরাও আকারে ইঙ্গিতে ওর মতামত জানতে চেয়েছি, কিন্তু কোন স্পষ্ট উত্তর পাইনা।'

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন তাহের সাহেব, 'আমরাও বিরক্ত ওর ব্যাপারে। হাফিজের ওখান থেকে চলে আসায় আমরাও খুশী হয়েছিলাম। কারণ, আমরা জানতাম মেয়েটা ওখানে মোটেও সুখে নেই। কেবল জেদের বশে সংসার করে যাচ্ছে। কারণ, বিয়েটাতো নিজের ইচ্ছেয়ই করেছিল। আসলে বাবা,' একটু থেমে নিচু কণ্ঠে বলেন তিনি, 'মেয়েটা কখনো কোন কিছুতেই সিরিয়স নয়। আমরাও এমন বিপদে পড়েছি যে তোমাকে কি বলবো। ইউনাকেও যেতে দিলনা সে হাফিজ নিষেধ করেছে বলে....'

'কি বললেন?' প্রায় চিৎকার করে ওঠে দেবাশীষ। এবার যেন ওর বিস্ময়ের মাত্রা সব সীমা ছাড়িয়ে যেতে চায়। কি বলবে ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলনা। কারণ, ইউনার দার্জিলিং যাবার ব্যাপারটা গোপনেই সারা হচ্ছিল, যাতে হাফিজ না জানতে পারে। তাহলে ও জানলো কি করে?' একই প্রশ্ন করলো ও তাহের সাহেবকে।

'ডালিয়াই বলেছে,' নির্বিকার উত্তর দিলেন তাহের সাহেব।

'কেন?' আরো বিস্মিত প্রশ্ন দেবাশীষের।

তাহের সাহেব বললেন, 'শেষমুহূর্তে ডালিয়া মনে করেছিল ইউনার বাবাকে ওর যাবার ব্যাপারটা জানানো প্রয়োজন, নইলে অন্যায় হয়ে যাবে। তারপর আমরা যা ভেবেছিলাম তাই হলো। হাফিজ সাফ বলে দিল, ওর মেয়েকে ওর বিনা অনুমতিতে বিদেশ পাঠানোর দায়ে ও আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করে দেবে, নইলে সে নিজেই আত্মহত্যা করবে। এই দুই ভয়ে ডালিয়া সিদ্ধান্ত নিল, ইউনাকে পাঠাবেনা দার্জিলিং।'

আবারো সবাই চুপ। দেবাশীষ যেন কথা বলার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছে। একটা কথা ও কিছুতেই মেলাতে পারছেনা, ডালিয়ার চরিত্র অ্যাতো দ্বিমুখী কেন?

মনি উঠে পড়ে, 'যাই তোমাদের সবার জন্যে কফি নিয়ে আসি।' বলেই সে নিষ্ক্রান্ত হলো ঘর থেকে। দেবাশীষ বুঝলো, ও পালিয়ে যেতে পেরে যেন বাঁচলো। ওর কফি আনতে যাবার প্রস্তাবে কেউ সায় জানালোনা, বাধাও দিলনা।

'একটা কথা আপনি ঠিকই বলেছেন,' দেবাশীষ বলে, 'আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে আমাদের সম্পর্ক করিনি। কিন্তু, আপনারাই মুরুব্বি এবং সমস্যাটার একটা সমাধানও দরকার। ডালিয়া যদি ওর স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায় তাতেও আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, এর একটা পরিসমাপ্তি ঘটা দরকার।' কথা ক'টা বলতে ওর যথেষ্ঠ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু, এছাড়া আর ওদের মর্যাদা রক্ষার কোন উপায় নেই। এবার কোন না কোন সমাধানে আসতে হবে। এভাবে জীবন চলেনা। দেবাশীষ নিজেই পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলতে চলতে। প্রতিদিনের এই নাটুকেপনা আর ওর ভালো লাগেনা।

ডালিয়ার মা জবাব দিলেন, 'না সত্যিই এর একটা সমাধান দরকার। এভাবে আর চলতে পারেনা।'

এমন সময় ডিং ডং বেল বেজে উঠলো। সবাই চমকে উঠলো যেন। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে, কেউ সেটা খেয়ালই করেনি। তাহের সাহেব উঠে দাঁড়ালেন দরজা খুলতে। কে এলো, ইউনা?

দরজা খুলতেই সবাই চমকে উঠলো। দরজায় ডালিয়া।

ডালিয়াও ওদের দেখে বিস্মিত হলো। দেবাশীষকে জিজ্ঞেসই করে বসলো, 'তুমি এখানে?'

চলবে - - -

[লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন]